প্রথম আলো

তারিখ ... 13 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

উচ্চশিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প

আধুনিক প্রযুক্তির সূচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার প্রস্তাব

আহমেদ জায়িফ ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তির সূচনা হতে যাচ্ছে। দেশের প্রাচীনতম এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিকায়নের জন্য তথ্য ও অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে চারটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট একটি প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে পরামর্শ চেয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবগুলো হচ্ছে, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ৫০ লাখ পৃষ্ঠাকে ডিজিটাল রূপ দেওয়া, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে শ্রেণীকক্ষগুলোর আধুনিকায়ন, ক্যাম্পাস জুড়ে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ও ক্যাম্পাস রেডিও এবং পত্রিকা চালু করা।

দেশে গত কয়েক বছরে তথ্যপ্রযুক্তির লক্ষণীয় প্রসার হয়েছে। তবে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি নেই। পাঠদান প্রক্রিয়া ও গ্রন্থাগার চলছে সনাতন পদ্ধতিতে। আধুনিক প্রযুক্তি প্রায় অনুপস্থিত। এ অবস্থার পরিবর্তন চায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

> বর্তমান ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের যুগে পড়াশোনায় যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন, তা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত।

উপাচার্য অ া ম স আরেফিন সিদ্দিক এ প্রসঙ্গে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বর্তমান ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের যুগে পড়াশোনায় যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন, তা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিকার ডিজিটালাইজড করতে হলে এ চারটি প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা জরুরি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক ও ইউজিসি ২০০৯ সালে 'উচ্চশিক্ষা মান উন্নয়ন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প নেয়। ৬৮১ কোটি টাকার এ প্রকল্পের অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক। গত ১১ এপ্রিল শুরু হওয়া এ প্রকল্পের আওতায় ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে প্রস্তাব চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। দেশের সবকটি পাবলিক এবং দুইটি বেসরকারি (এনএসইউ ও ব্র্যাক) বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত।

গ্রন্থাগার ডিজিটালাইজেশন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আছে সাড়ে ছয় লাখেরও বেশি বই, ৩০ হাজারেরও বেশি পুঁথি ও অনেক পুরোনো সংবাদপত্র। এর অনেকগুলো বেশ পুরোনো হওয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ চাইছে গ্রন্থাগারের বইগুলোর ৫০ লাখ পৃষ্ঠা ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড করতে। এটা হলে এসব বইপত্র ও প্রকাশনার একটি বড় অংশই কম্পিউটারের এক ক্লিকেই শিক্ষার্থীদের নাগালে চলে আসবে। এ ছাড়া বই চুরির প্রবণতা ঠেকাতে ব্যবহার করা হবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) নিরাপত্তা প্রযুক্তি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই কার্যক্রমে চার কোটি ৫৮ লাখ টাকা খরচ হবে বলে হিসাব দিয়েছে। গ্রন্থাগার আধুনিকায়ন প্রস্তাব কমিটির আহ্বায়ক নাসিরউদ্দিন মৃধা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অনেক পুরোনো নথি ও বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলোকে ডিজিটাল রেকর্ডে পরিণত করলে তা কখনোই হারাবে না। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা অনলাইনে এসব বই পড়তে পারবে।'

ক্যাম্পাস জুড়ে ইন্টারনেট : পুরো ক্যাম্পাসকেই ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এখন অনুষদগুলোতে টেলিফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট-সেবা দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ এখন ফাইবার অপটিক ও ওয়াইফাই প্রযুক্তির মাধ্যমে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে ইন্টারনেটের আওতায় আনতে চাইছে। এ জন্য নয় কোটি পাঁচ লাখ টাকার দুটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ প্রস্তাব প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, ইলেক্ট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান সুব্রত কুমার আদিত্য *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসতে চাইছি। এ কার্যক্রম সফল হলে যে কেউ যেকোনো সময় তার প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে।'

শ্রেণীকক্ষের আধুনিকায়ন : এ প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ, সেমিনার ও কনফারেন্স কক্ষে থাকবে মাল্টিমিডিয়া। শ্রেণীকক্ষগুলোতে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম ও ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি কম্পিউটার থাকবে। এ কার্যক্রমে চার কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ফরিদউদ্দিন আহমেদ মনে করেন, এটি করতে পারলে পাঠদানে অনেক সুবিধা হবে।

ক্যাম্পাস রেডিও ও পত্রিকা : আরেকটি প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসবাসরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ক্যাম্পাস রেডিও ও ক্যাম্পাস সংবাদপত্র চালুর কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এটি ৫০-১০০ ওয়াটের একটি কমিউনিটি (স্থানীয়ভিত্তিক) রেডিও হবে। প্রাথমিকভাবে এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি ২৯ লাখ ৫৬ হাজার টাকা।